

## ডাস্টবিনে থাকা মাছি

Asif Adnan

April 30, 2020

3 MIN READ

সব মানুষ ইসলাম মেনে নেবে না। এমন কিছু লোক সবসময় থাকবে যারা ইসলাম চায় না। ইসলামী শাসন চায় না। এমন কিছু সব সময়, সব জায়গায় থাকে যারা আল্লাহর বিধানকে ঘৃণা করে। তারা মনে করে শরীয়াহ তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। শরীয়াহ মানুষকে নিজের ইচ্ছেমতো গুনাহ করতে দেয় না। ইচ্ছেমতো খেয়ালখুশির অনুসরণ করতে দেয় না। তাই তারা শরীয়াহকে ঘৃণা করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই মানুষগুলো হয় এলিট শ্রেণীর অংশ। সমাজের অভিজাত, ধনী, ক্ষমতামূলী লোকজন। ওরা দুনিয়াকে পেতে চায় ইচ্ছেমতো। ওরা সবসময় পিপাসার্তা সর্বদা অতৃপ্ত। ওরা শরীরের সব খায়েশ মেটাতে চায়, দু হাত ভরে নিতে চায় সিদ্ধ-নিষিদ্ধ সব সুখ। কেউ এসে বাগড়া দেবে, সীমারেখে টানবে, বিধিনিষেধ আরোপ করবে - এটা এই এলিটদের পক্ষে মানা সম্ভব না।

ইসলাম কয়েক হওয়া প্রতিটি ভূখন্ডে, প্রতিটি যুগে এমন কিছু মানুষ ছিল। তারা একটা মাইনরিটি ছিল। কিন্তু তারা ছিল।

ইয়েমেনের হাদরামাউতে একটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এর নেতৃত্ব দিয়েছিল হাদরামাউতের বিভিন্ন গ্রামের ছয় জন নারী। এদের মধ্যে ৪ জন ছিল ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে সম্মানিত গোত্রের সদস্য। এলিট শ্রেণীর প্রতিনিধি। কেউ কেউ ছিল পতিতা। পরে তাদের সাথে আরো বিশজনের মতো নারী যোগ দিয়েছিল। এরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যু কামনা করতো। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের পর মেহেদিতে হাত রাঙিয়ে এরা রাস্তায় নেমে এসেছিল। নেচেগেয়ে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে উৎসব করেছিল। ইসলামী ইতিহাসে এই ঘটনা হাদরামাউতের পতিতাদের আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ।

কেন ওরা এমন করলো?

কারণ ওরা ইসলামকে ঘৃণা করতো। আল্লাহর আইনকে ঘৃণা করতো। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে ঘৃণা করতো। ওরা মনে করতো ইসলাম এসে ওদের জীবনের আনন্দ, সব রঙ শুষ্ক নিয়েছে। এরা ডাস্টবিনে থাকা মাছির মতো। আবর্জনা ছাড়া বাঁচতে পারে না। ইসলাম এসে যখন আবর্জনা সরিয়ে দিল, তখন এদের মনে হল ইসলাম তাদের গলা চেপে ধরেছে। ওদের জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে। শরীয়াহর অধীনে থাকতে গিয়ে ওদের দমবন্ধ হয়ে আসছিল। যে মানুষটি শরীয়াহ নিয়ে এসেছিলেন, তিনি ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন এরা যারপরনাই খুশি হল। উচ্ছসিত হল। উৎসব করলো।

হাদরামাউতের একজন মানুষ আবু বাকর আস-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে কবিতা লিখে পাঠালেন। কবিতায় পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাঁর কাছে সাহায্য চাইলেন। আবু বাকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তখন হাদরামাউতের গভর্নর আল-মুহাজির বিন আবি উমাইয়্যা এর কাছে চিঠি পাঠালেন -

‘আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এক দল সৈন্য নিয়ে ঐ গায়িকা আর পতিতাদের কাছে যাও এবং তাদের হাত কেটে ফেল। যদি কেউ তোমাদের বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তাদেরকে তাওবাহ করার সুযোগ দাও। যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।’

আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেন এই নির্দেশ দিলেন?

কারণ তিনি জানতেন যে এই দৃশ্যপটে থাকলেও, ওরা একা না। তাদের পেছনে অন্য একটা শক্তি আছে। ওরা সমাজের একটা নির্দিষ্ট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। আর এই অংশটা ওদের বাঁচাতে ছুটে আসবে। কারণ হক্ক যখন আসে তখন সব বাতিল

একসাথে হক্কে আক্রমণ করে। একইভাবে হকের আক্রমণের সামনে সব বাতিল পরস্পরকে সাহায্য করে।

আল-মুহাজির তাঁর বাহিনী নিয়ে গেলেন। ঠিকই সমাজের একটা নির্দিষ্ট অংশ ঐ পতিতাদের বাঁচাতে ছুটে আসলো। এরাও ঐ পতিতাদের মতো করতো, ইসলাম তাদেরকে জীবনের সুখ আর আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছে। আল মুহাজির তাদের সাথে কথা বললেন। তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। আহ্বান প্রত্যাখ্যানের পরিণতিও জানিয়ে দিলেন। তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলো। যারা গ্রহণ করলো না আল-মুহাজির তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তারপর ঐ পতিতাদের হাত কেটে দিলেন। তাদের অনেকে রক্তক্ষরণে মারা গেল। যারা বেঁচে গেল তাদের কেউ কেউ পালিয়ে কুফায়, কেউ আরও দূরে কোথাও চলে গেল।

এই পতিতা আর তাদের সমর্থকদের মতো মানুষ আজো আছে। প্রত্যেক যুগে এরা ছিল। এরা সবসময় হকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। হকপন্থীদের সাথে এই লোকগুলোর দ্বন্দ্ব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

\* \* \*

শায়খ আনওয়ার রাহিমাহুল্লাহ